দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

বই মেলায় বিচারপতি হাবিবুর রহমান

জনগণকে সাক্ষর করা আমাদেরই দায়িত্ব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মহান একুশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে দেশের বৃহত্তর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব অমর একুশ গ্রন্থমেলা গতকাল শুরু হয়েছে। মাসব্যাপী বই মেলা উদ্বোধন করেন ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহায়তায় আয়োজিত একুশের বই মেলার প্রথম দিনেই বেশ ভাল জনসমাগম ঘটে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমী মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমর একুশ গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব মুহম্মদ নূরুল হুদা।

উদ্বোধনী ভাষণে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, লেখাকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসাবে নেয়া যায় না। এটি দেশের একটি বড় সমস্যা। দেশে বর্তমানে শিক্ষার যে হার তাতে সেটা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বই লেখা ও প্রকাশ করাটা সমবায়ভিত্তিক ব্যাপার। জনগণের সবাই যদি সাক্ষর হন--তবেই সকল শ্রম সার্থক হয়। তাই জনগণকে সাক্ষর করা আমাদেরই দায়িত্ব। আর এটা আমাদেরকে শিখিয়েছে অমর একুশ।

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন একুশের কাছে ফিরে যাই। ভাষা আন্দোলনের ফসল হিসাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি বলেন,

(৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

জনগণকে সাক্ষর করা

(প্রথম পাতার পর)

আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলাম সাধারণ মানুষের জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অবস্থান সম্পর্কে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। এখন সময় হল বাংলা ভাষার সম্ভাবনাকে বার বার আবিষ্কার করা। আনন্দের কথা আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন বহু ভাষা শিখছে। ভিন্ন দেশের মানুষ এখানে বাংলা শিখতে আসছে। বাংলায় পরীক্ষা দিয়ে একজন ছাত্র অর্থনীতির শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। এটা একটা সুখবর। অনেকে ভাবেন বাংলায় লিখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না, সেটা ঠিক নয়।

দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, প্রফেসর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকে যেমন সাফল্য অর্জন করেছেন তেমনি এক্ষেত্রেও কেউ এগিয়ে আসবেন।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ বলেন, অমর একুশ আমাদের জীবনে এমন একটি মহৎ চেতনা ও সত্য--যা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে আমরা ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করছি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তাৎক্ষণিক কোন ঘটনা নয়। এর জন্য প্রস্তুতি ছিল হাজার বছরের। তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী।

মহাপরিচালক বলেন, অমর একুশ একটি বহু রঙে রাঙানো গম্বুজের মত। আমরা তা থেকে নিজেদের নানা রঙে রাঙিয়ে নিচ্ছি। ভাষার ওপর আঘাত এসেছে বার বার। সেটা এখনো শেষ হয়নি। যারা একুশের বিরুদ্ধে যাবে আমাদের অবিচ্ছিন্ন শক্তি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এবারের বই মেলায় অংশ নিয়েছে ৩৩৮টি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। সর্বমোট স্টল সংখ্যা ৪৮০। গত বছরের তুলনায় এবার অনুমোদিত স্টলের সংখ্যা বেড়েছে একশ'রও বেশী।

আজ মঙ্গলবার বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে সকাল ৯টায় শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিষয় ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। প্রধান অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। সন্ধ্যায় থাকবে নৃত্যানুষ্ঠান।